

শ্বেক জৈহাদিন সাহেবের নিকট আমি ধর্মার্থ যুদ্ধসঙ্ঘের কথা লিখিয়া অল্পমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার পত্রের একপার্শ্বে এই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন—‘এতদ্বারা আবুল গাজি তাইমুরকে (ঈশ্বর তাঁহার সহায় হউন) জানান যাইতেছে যে, এই ধর্মকার্যের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে ইহকালে ও পরকালে বিশেষরূপ পুরস্কৃত করিবেন, এবং তিনি নির্বিঘ্নে বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবেন।’ তিনি আমাকে একখানি বৃহৎ তরবারি পাঠাইলেন, আমি তাহাই আমার রাজদণ্ডরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলাম।”

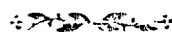
উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায়, তাইমুর রক্তলোভে দিগ্দেশ জয় করিয়া বেড়ান নাই,—তিনি প্রচারক ও ধর্মযাজকের বেশে ভারত-বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি গুরুর আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ধর্মোদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন,—তিনি ভারত-

বর্ষের রক্তভাণ্ডারের প্রতি গৃধবৎ লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া এই দেশকে গ্রাস করিতে আইসেন নাই। ধর্মবিশ্বাস উন্নতকে শ্রদ্ধা-স্পদ করে, বর্ষের মস্তকে সন্ত্রমের উচ্চীষ বাধিয়া দেয়। আমাদের নিরীহদেশ অন্ধ ধর্মপ্রচারকগণের হস্তে বারংবার বিড়ম্বিত হইয়াছে, তথাপি অকপট বিশ্বাসের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব না হইয়া যায় না।

রুষের পরদেশের প্রতি লোলুপদৃষ্টি যুগার উদ্বেক করে। স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় হৃদয়ের উচ্চ ভাবগুলি গুরু হয়,—কপটতা স্ত্রায়ের ছদ্মবেশ পরিয়া প্রতারণা করিয়া যায়, এবং কোন উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখা অসম্ভব হয়। ধর্মের অক্লান্ত শুধু ফলাফলের হিসাবে তুল্য বা অধিকতর অনিষ্টকর হইলেও, উহাতে মানুষের উন্নত ভাবগুলিকে সতেজ ও পরিপুষ্ট করিয়া আদর্শকে সমুজ্জ্বল করে এবং বর্ষেরতাকে ত্যাগের ভাবে মহিমাম্বিত করিয়া দেখায়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ।

স্বীকার ।



সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার
করিব হে !

সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে
বসিব হে ।

শুধু আপনার মনে নয়,

• আপনার ঘরের কোণে নয়,

শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে !

তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,

সেই-সন্না-মাঝে তোমারে স্বীকার
করিব হে !

ছালোকে ভুলোকে তোমারে হৃদয়ে
বরিব হে !

সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার
করিব হে !

সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে
বরিব হে !

কেবলি তোমার স্তবে নয়

শুধু সঙ্গীতরবে নয়,

শুধু নিরুজ্জনে ধ্যানের আসনে নহে !

তব সংসার যেথা আশ্রিত রহে

কর্মে সেথায় তোমারে স্বীকার

করিব হে !

প্রিয়-অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে

বরিব হে !

জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার
করিব হে !

জানি বলে' নাথ তোমারে জীবনে
বরিব হে !

শুধু জীবনের স্মৃথে নয়,

শুধু প্রকৃত্তমুখে নয়,

শুধু স্মৃদিনের সহজ স্মরণে নহে ।

• হৃৎশোক যেথা আঁধার করিয়া রহে

নত হ'য়ে সেথা তোমারে স্বীকার

করিব হে !

নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে

বরিব হে !